তারিখ ... 2 3 OCT. 2002
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ৬

ভোরের কাগজ

প্রকৃত ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক অবনতির সুযোগ কোথায়?

আগের মতো কিছুই নেই। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে শিক্ষার পরিবেশ। বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অনিবার্য প্রবর্তনের ফলে সামান্য হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে ছাত্র-শিক্ষকের অবস্থানগত দূরত্ব। পাল্টে গেছে শিক্ষাদানের আদি ধারণা। শিক্ষাদানকে বলা হচ্ছে পাঠদান। এক সময় ধর্মদর্শন, বিভিন্ন ভাষা ও গণিত শিক্ষাকেই মনে করা হতো শিক্ষা। অথচ এখন শিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে সর্বদিকে। কৃষি থেকে মহাশূন্য পর্যন্ত এখন শিক্ষা বিস্তৃত। মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের চেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থ উপার্জন ক্ষমতা অর্জনকে বিবেচনা করা হচ্ছে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। ফলে শিক্ষা এখন পণ্য এবং শিক্ষা উপার্জন ব্যয় বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত। আগে শিক্ষককে মনে করা হতো বিদ্যাদাতা। আর এখন শিক্ষক হচ্ছেন বেতনভোগী সহযোগী মাত্র। আমাদের শিক্ষার স্তরও উন্নীত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। যেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বয়সের ব্যবধান আগের তুলনায় অনেক কম। তারা এখানে ভাই বন্ধুর মতো। প্রেম প্রজনন পরিবার পরিকল্পনা যৌনরোগের বিস্তার ইত্যাদি গোপনীয় বিষয়ও ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আলোচনা করতে হয় খোলামেলাভাবে। যিনি জুতা তৈরির বা পশুপাখি পালনের কৌশল দেখাচ্ছেন তিনিও শিক্ষক। যে ছাত্রী বস্ত্রকল, বিমান বা কম্পিউটার চালনা শিখছে সেও শিক্ষার্থী। যার বয়স ঐ শিক্ষককের চেয়ে বেশিও হতে পারে। অন্যান্য যোগ্যতার কারণে এই ছাত্রও হতে পারেন শ্রদ্ধার পাত্র। যেমনটি অতীতে ছিল না বললেই চলে। শুধু শিক্ষক বা প্রকৃতি নয়, পত্রপত্রিকা বেতার টেলিভিশন কম্পিউটারও বর্তমানে পালন করছে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা। ছাত্র শিক্ষকের এই সম্পর্কটি সফল। অর্থাৎ সুসম্পর্ক। এখানে শিক্ষকের পায়ে পানি ঢালার সুযোগ ও পরিবেশ কোথায়? বাদশা আলমগীরের দিন কবেই শেষ হয়ে গেছে!

পিতামাতা নেতারা পালন করছে না অভিভাবকের সঠিক দায়িত্ব। বিশেষ করে শিক্ষার্থী যাকে নেতা মানে সে প্রকৃত নেতা নয়। দেশ জাতি ও কর্মীর প্রকৃত মঙ্গল কামনা করে না সে। নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য শিক্ষকের কাছ থেকে সুশিক্ষার অঙ্গন থেকে সরিয়ে নেয় শিক্ষার্থীকে। নকলের সুযোগ দিয়ে, সরবরাহ দিয়ে অশিক্ষিতের হাতে ধরিয়ে দেয় শিক্ষার সনদ। শিক্ষা মূল্যায়নের অপরিহার্য বিবেচ্য বিষয়-চরিত্র, নিয়মানুবর্তিতা-সততা মানবিকতা সদাচরণ জাতীয়তাবোধ দেশপ্রেমসহ কোনো সুনির্দিষ্ট সৎকর্ম সম্পাদনের দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতাকে ধারাবাহিকভাবে যথাযথ বিবেচনায় আনা হচ্ছে না বলেই শিক্ষককে পাশ কাটিয়ে ছাত্ররা (?) শিক্ষা সনদ পেয়ে যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। এমপি মন্ত্রীদের নির্লজ্জ দলীয়করণের ফলে চাকরিও (শিক্ষকতাসহ) পেয়ে যায় তারা। এতে পুলকিত হয় এমন অভিভাবকের সংখ্যাও এখন কম নয়। তাদের এই হীনম্মন্যতা, ব্যর্থতা ও স্বার্থপরতার জন্যই শিক্ষা তথা শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাই আগের মতো অনুভব করছে না ছাত্ররা— সুসম্পর্ক তো অনেক দূরের কথা।

নিজে শিক্ষক হয়েও স্বীকার করছি আমাদের বেশিরভাগ শিক্ষকের যোগ্যতা সততা নিয়মানুবর্তিতা আন্তরিকতা জাতীয়তাবোধ দেশপ্রেম আদর্শ নৈতিকতা চলন বলন সবই এখন প্রশ্নবিদ্ধ। যে ছাত্রজীবনে নকল করে বিভিন্ন নেতার (?) পায়ে পায়ে ঘুরে 'শিক্ষক' পদবি পেয়ে পরীক্ষার হলে নকলে সহায়তা করে, ছাত্রদেরকে কু-পরামর্শ দেয়, অবৈধ সুযোগ-সুবিধা দেয়া নেওয়া করে তার মতো অশিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক সৎ ও ভক্তিপূর্ণ হবে এমনটি আশা করা উচিত নয়।

পণ্ডিত মশাইয়ের টিকি কেটে পকেটে দিয়ে দেওয়ার মতো এমন দুষ্ট আগেও ছিল পাঠশালায়। এই অছাত্র ও অশিক্ষকের অপকর্মের আলোকে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে মান নির্ধারণ অযৌক্তিক-অনুচিত। তথাপি এদের সংখ্যা হ্রাস করা জরুরি। প্রকৃত ছাত্রের পক্ষে শিক্ষকের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা কোনো দিনই সম্ভব নয়। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আদর্শ ছাত্রদের সঙ্গে আদর্শ শিক্ষকদের সুসম্পর্ক আগের তুলনায় মোটেই কমেনি। আর সব পরিবর্তনের প্রভাবে এই সম্পর্কের ধরন পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। আগে শিক্ষকদের প্রতি ছাত্ররা যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করতো তার অন্তরালে শ্রদ্ধার চেয়ে ভয়ই ছিল বেশি। শিক্ষকের বেত্রাঘাত ও অন্যান্য শাস্তির ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকতো ছাত্ররা। এখন সে ভয় নেই। শাস্তি না দিয়ে শিক্ষকগণ বিস্তারিত বুঝিয়ে ছাত্রদেরকে অনুভব করিয়ে দিচ্ছেন ভালো মন্দ করা না করার প্রয়োজনীয়তা। তারা এখন আর ভয়ের পাত্র নন। আন্তরিক সম্মানের পাত্র। ছাত্রদেরকে নির্দেশ না দিয়ে দিচ্ছেন প্রস্তাব বা পরামর্শ। ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের সম্মান। আসলে যার শেখনোর আগ্রহ আছে শেখানোর আগ্রহ আছে সেই ছাত্র— সেই শিক্ষক। এতো দুই নয়-একই সত্তা। সম্পর্ক অবনতির সুযোগ কই?

রানা ইশতিয়াক
সহকারী অধ্যাপক
পলাশ শিল্পাঞ্চল কলেজ
নরসিংদী।